রেডিও মেঘনা

মেঘনা বুলেটিন ফেব্রুয়ারি ২০২১: সংখ্যা: ৩৬

আমাদের উদ্দেশ্য

রেডিও মেঘনা (উপকূলের কণ্ঠস্বর) কোস্ট ট্রাস্ট এর একটি কমিউনিটি রেডিও। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি উপকূলীয় দ্বীপ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। রেডিও মেঘনা বৈধ অধিকারের দাবি, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা, মৎস্য, কৃষি, লিঙ্গীয় সমতা ও শিক্ষাখাতে সামাজিক, সংস্কৃতিক ও গ্রামীণ উন্নয়নে উৎসাহী করা এবং জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কণ্ঠস্বর বাড়াতে কাজ করে।

/radiomeghna99.0 radiomeghna.net

‘বিশ্ব শুনুক কণ্ঠ তোমার’ এই স্লোগানে চরফ্যাসনে রেডিও মেঘনার ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

ভোলার চরফ্যাসনে ‘বিশ্ব শুনুক কণ্ঠ তোমার’ এই স্লোগানে উপকূলের কণ্ঠস্বর ৯৯.০ এফএম রেডিও মেঘনার ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এবার সপ্তম বছরে পর্দাপন করলো রেডিও মেঘনা। ১৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ১২টায় চরফ্যাসন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কেক কাটা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে রেডিও মেঘনার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

আলোচনা সভায় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদ আলম সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার, সরকার মোহাম্মদ কায়সার। বক্তারা বলেন, ‘উপকূলীয় এলাকা চরফ্যাসনের মানুষের মাঝে যেভাবে রেডিও মেঘনা শিক্ষা-স্বাস্থ্য, জেলে, কৃষক, কিশোর-কিশোরী, বাল্য বিয়ে, বিশেষ করে দুর্যোগ ও করোনাকালী সময়ে যে ভূমিকা পালন করছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। সাফল্যের এই অগ্রযাত্রায় চরফ্যাসন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে রেডিও মেঘনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং রেডিও মেঘনার সকল কলাকুশলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।’

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রেডিও মেঘনার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ শোভন কুমার বসাক, সহকারি ভূমি কমিশনার রিপন বিশ্বাস, কুকরি মুকরি ইউপি চেয়ারম্যান আবুল হাসেম মহাজন, রেডিও মেঘনার উদ্যোক্তা সংস্থা কোস্ট ফাউন্ডেশনের এর সোশ্যাল মিডিয়া যুগ্ম পরিচালক মোঃ বরকত উল্লাহ মারুফ, ভোলা জেলা সহকারি পরিচালক রাশিদা বেগম, উপজেলা জলবায়ু ফোরামের সভাপতি মনির আসলামি, সাংবাদিক আমির হোসেন, আমিনুল ইসলাম, সোয়েব চৌধুরি ও রেডিও মেঘনার সহকারী স্টেশন ম্যানেজার উম্মে নিশি, মৌসুমীসহ রেডিও মেঘনার কর্মীবৃন্দ।

রেডিও অনুষ্ঠান

আমি চাই রেডিও মেঘনার মাধ্যমে আমার মত সকল নারী তাদের অধিকারের কথা তুলে ধরুক’ বললেন জিন্নাগড়ের সোনিয়া বেগম

চরফ্যাসন উপজেলার জিন্নগড় এলাকার সোনিয়া বেগমের (৩২)। যিনি পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি টিউবেকটমি গ্রহণ করেছেন। তার সাথে কথা বলার জন্য তার বাড়িতে গেলে শ্বাশুড়ি ও স্বামী কথা বলতে দিতে রাজি হননি। আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত চলে আসি। একটু দূরে একটা বিদ্যালয়ের কাছে আসতেই পেছন থেকে ডাক দেন সোনিয়া বেগম। বলেন বাড়িতে এ বিষয়ে কথা বলা সম্ভব নয়। তাই এখানে ছুটে এসেছেন তিনি। আপনি কি মনে করে আসলেন এবং পরিবারের সম্মতি নেই জেনেও কেনো কথা বলতে চান? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমি কয়ডা বাচ্চা নিবো না নিবো এইডা আমার অধিকার। আমি সন্তান জন্মদিতাম, লালনপালন করতাম, সকল কষ্ট আমিই সহ্য করতাম আর আমি

কতা ইতে পারমুনা? আমি আইচি আমার কথা কওনের লাইগা, যাতে কইরা আমার কতা শুইনা অন্য নারীরাও তাদের কতা কওনের সাহস পাই, অনুপ্রাণীত হয় হের লাইগা।' বলেন 'আমি রেডিওত অনুষ্ঠান শুনছি। সেহানে আপনেরা এগুলা কতা যহন কইছেন, তহনই মনে হইছে আমার কতাগুলো কওন দরকার।'

দারণ এক সাহসিকতার পরিচয় দেন সোনিয়া বেগম। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে না জানার কারণে অল্প বয়সেই পরপর তিনটি সন্তান হয় তার। তিনি জানান, তৃতীয় সন্তানটি অপরিকল্পিতভাবে গর্ভধারণ করেন। যার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। শেষ সন্তানটি গর্ভে থাকা অবস্থায় প্রতিবেশি ভাবির সাথে গল্প করেন তিনি। এই সন্তান হওয়ার পরে আবার যাতে গর্ভধারণ না করেন সে জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন। বলেন, তিনি আর সন্তান নিতে চান না। তাই পরিবার খুব একটা সম্মতি না দিলেও নিজের সিদ্ধান্তে তৃতীয় সন্তান হওয়ার সময় সিজারিয়ানের মাধ্যমে টিউবেকটমি গ্রহণ করেছেন। এতে কোনো ধরনের সমস্যা না হয়নি তার। বর্তমানে সংসার জীবনে সুখী বলে জানান সোনিয়া বেগম।

পরিবার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি গ্রহণে নেই পুরুষের পদক্ষেপ, বাড়ছে নারীদের উপর চাপ

সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবারে আসবে মঙ্গল ও উন্নতিসাধন। একজন দম্পতি সর্বমোট কয়টি সন্তান নেবেন, কতদিনের বিরতি নেবেন সে সিদ্ধাত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে নারীরা এগিয়ে আসলেও এ বিষয়ে পুরুষদের কোনো আগ্রহ নেই বলে জানা যায়। উপজেলার আসলামপুর এলাকার শাহাজাহান (৩৫) ও আল-আমিন (৩৭) জানান, 'এগুলা পদ্ধতি-টদ্ধতি নারীগো জন্যে। আমাগো আবার কিসের পদ্ধতি?'

এদিকে নারীরা বলছেন পুরুষের অসচেতনতা এবং অনিহার কারণে পরিবার বড় হচ্ছে। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের কথা বললেও কোনো কাজ হয়না বলে জানান এই এলাকার আছমা বেগম। অনেক ক্ষেত্রেই এটিকে নারীদের বিষয় বলে তাদের উপর চাপিয়ে দায় এড়াতে চান পুরুষরা। এমনটাই বলছেন চরফ্যাসন সদর উপজেলার কয়েক জন নারী। আবার অনেকেই সংসারে অশান্তির ভয়ে পুরুষদের না জানিয়ে গোপনে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করছেন বলে জানান শেফালি রানী ও রাবেয়া। অন্য দিকে আসলামপুরের রাজু ও সুজা মিয়া (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) সাথে কথা হয়। আপনারা কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করেন কি না বা ভবিষ্যতে গ্রহণ করবেন কি না জানতে চাইলে প্রথমে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। পরে একটু ইতস্তত হয়ে বলেন, 'আমরা তো মাঝে মধ্যে কনডম ব্যবহার করি। এটা ছাড়া তো আমাগো জন্য আর কোনো পদ্ধতি নাই। তাইলে আর কি পদ্ধতি নিমু?' এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা নিশি আক্তার বলেন, পরিবার পরিকল্পনাগুলো নারীদের জন্যই বেশি। কনডম ব্যতিত পুরুষের জন্য শুধুমাত্র একটি স্থায়ী পদ্ধতি এনএসভি। যার কারণে এটিতে অনাগ্রহ পুরুষের। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে নারীরাই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করছেন।

সোস্যাল মিডিয়া

ফেসবুকে শ্রোতাদের ইতিবাচক কমেন্টস

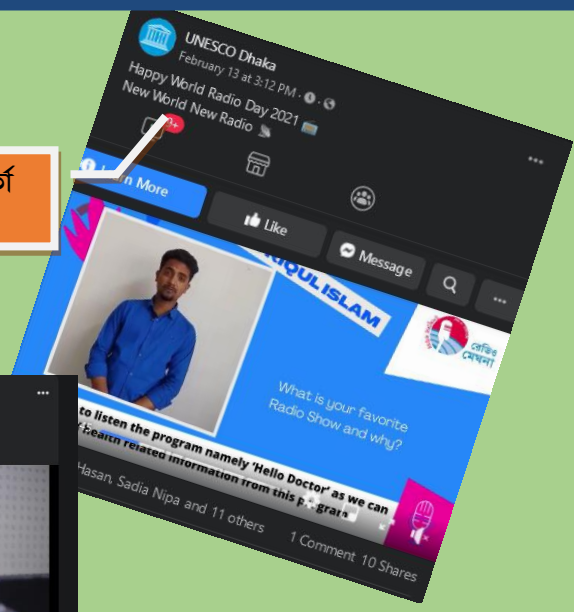

বিশ্ব বেতার দিবসে রেডিও মেঘনার ভিডিও বার্তা ইনেস্কো'র ফেসবুক পেইজে স্থান পেয়েছে।

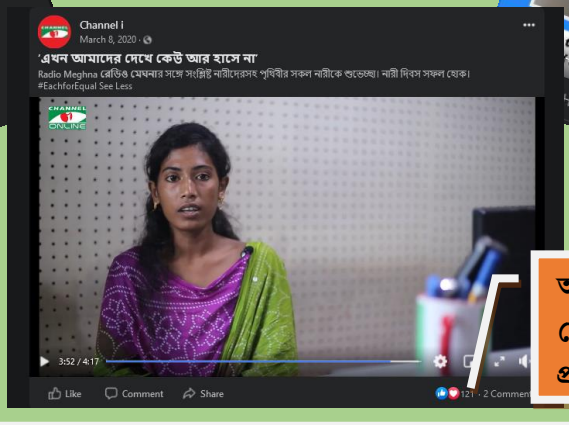

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে চানেল আই'য়ের ফেসবুক পেইজে রেডিও মেঘানা নিয়ে প্রতিবেদ প্রকাশ।

যোগাযোগ:
উম্মে নিশি, সহকারি স্টেশন ম্যানেজার, রেডিও মেঘনা। ফোন: ০১৭০৮ ১২০৩৯০
ই-মেইল: nishi.meghna@coastbd.net কুলসুমবাগ, চরফ্যাসন, ভোলা